সমকাল

তারিখ ... 25 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

ভর্তিবাণিজ্য

সরিষায় ভূত!

নামিদামি স্কুলে সন্তানকে ভর্তির জন্য অভিভাবকদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ভর্তি হতে না পারলে বাঁকা পথে ভর্তির চেষ্টার কথা বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়। দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদক বলছে, তারা রাজধানীর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নামে অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অনুসন্ধানে নেমেছে। শনিবার সমকালে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিবাণিজ্য : অনুসন্ধানে দুদক' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ জন্য বিশেষ একটি দল গঠন করেছে দুদক, যার নেতৃত্ব দেবেন সংস্থার মহাপরিচালক মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী। যারা ভর্তির নামে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেছে দুদক। আমরা এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। প্রশ্ন অবশ্য উঠবে– সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষকমণ্ডলী কি দুর্নীতির বিষয়ে অবহিত নয়? কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য অভিভাবকরা যদি ব্যাপক আগ্রহ দেখায়, সেটা গর্বের বিষয়। রাজধানীর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোচিং বাণিজ্য চলছে অনেক বছর ধরে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রেও শিশুদের নিয়ে কোচিংয়ের নামে চলছিল নিষ্ঠুর নির্যাতন। এ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য লটারির আয়োজন করে তার অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছে। আমরা আশা করব যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষকরা অন্যান্য শ্রেণিতে ভর্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ করায় উদ্যোগী হবে। দুদক তার দায়িত্ব পালন করছে, এ জন্য সাধুবাদ পাবে। কিন্তু যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সুনাম বজায় রাখার প্রধান দায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের। কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কাউকে ভর্তির জন্য কেউ অর্থ নিচ্ছে কি-না কিংবা কারও কাছ থেকে ডোনেশন আদায় করা হচ্ছে কি-না তার খবর দুদকের আগে তাদেরই জানার কথা। দুদক কর্মকর্তারা অনুসন্ধানে নামলে এ পর্ষদের সদস্যদের কাছে খোঁজ নেবেন, শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলবেন। তাদের অজান্তে কিছু ঘটা কি সম্ভব? নাকি ভূত তাড়ানোর সরিষাতেই ভূত আছে? আর যদি তা থাকে তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দমন করা দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়বে।